আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০

(২০০০ সনের ৬ নং আইন)

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১৷ (১) এই আইন আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

[১][(ক) “আইনগত সহায়তা” অর্থ আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে-

(অ) কোন আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(আ) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) [২][এবং প্রচলিত অন্যান্য আইনের] বিধান অনুসারে মধ্যস্থতা বা সালিশের মাধ্যমে কোন মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান;

(ই) মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান; এবং

(ঈ) উপ-ধারা (অ) হইতে (ই) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে আইনজীবীকে সম্মানী প্রদান;]

(খ) “আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যে কোন আদালত;

(গ) "আবেদন" বা "দরখাস্ত্ম" অর্থ আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন বা দরখাস্ত্ম;

(ঘ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(ঙ) "জেলা কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সংস্থার জেলা কমিটি;

(চ) "পরিচালক" অর্থ সংস্থার পরিচালক;

[৩][(চচ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;]

(ছ) "বিচারপ্রার্থী" অর্থ কোন আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত [৪][দেওয়ানী, পারিবারিক বা ফৌজদারী মামলার] সম্ভাব্য বা প্রকৃত বাদী, বিবাদী, ফরিয়াদী বা আসামী;

[৫][(ছছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ছছছ) "বিশেষ কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সংস্থার বিশেষ কমিটি;]

(জ) "বোর্ড" অর্থ [৬][ধারা ৬]এর অধীন গঠিত জাতীয় পরিচালনা বোর্ড;

[৭][(জজ) "লিগ্যাল এইড অফিসার" অর্থ ধারা ২১ক এর অধীন নিয়োগকৃত লিগ্যাল এইড অফিসার;]

[৮][(ঝ) "সদস্য" অর্থ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, বিশেষ কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির কোন সদস্য;]

[৯][(ঝঝ) "সুপ্রীম কোর্ট কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সংস্থার সুপ্রীম কোর্ট কমিটি;]

(ঞ) "সংস্থা" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা।

জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) সংস্থা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্ত্মান্ত্মর করার তগমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরম্্নদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়

৪। সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

সংস্থার পরিচালনা

৫। (১) সংস্থার পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত্ম থাকিবে এবং সংস্থা যে সকল তগমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল তগমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) সংস্থা উহার কার্যাবলী সম্পাদনের তেগত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

জাতীয় পরিচালনা বোর্ড

[১০][৬। (১) জাতীয় পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং অন্যজন বিরোধী দলীয় হইবেন;

(গ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল;

(ঘ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ছ) মহা-পুলিশ পরিদর্শক;

[১১][(ছছ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;]

(জ) মহা-কারা পরিদর্শক;

(ঝ) ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;

(ঞ) সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি;

(ট) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;

(ঠ) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বেসরকারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি;

(ড) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত নারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি;

(ঢ) পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।]

(২) [১২][উপ-ধারা ১(ঠ) এবং (ড)] এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বত্সরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাতগরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন৷

সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৭৷ সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নিরূপণ ও উহা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা;

[১৩][(খ) আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচির বিস্তার, মানোন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;]

(গ) আইনগত সহায়তা প্রদানের লতেগ্য শিতগা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

[১৪][(গগ) আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকল্পে সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(গগগ) আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকল্পে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, বিশেষ কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;]

(ঘ) আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লতেগ্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা;

[১৫][(ঙ) জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;

(চ) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটির কার্যাবলী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলী সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

(ছ) আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যথা:—

(অ) আইনগত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(আ) আইনগত তথ্য সহজলভ্য করা;

(ই) আইনগত মৌলিক ধারণালব্দ জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঈ) ন্যায় বিচারে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা;

(উ) সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজনসহ আইনগত সহায়তার তথ্য সম্বলিত বুকলেট, পুস্তিকা, ইত্যাদি প্রকাশ করা।]

(জ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করা।

বোর্ডের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেতেগ, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপতেগ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তত্কর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যুন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার তেগত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার তেগত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের তগমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রম্্নটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তত্সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

সুপ্রীম কোর্ট কমিটি

[১৬][৮ক। (১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা: —

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক এবং উক্ত সমিতি কর্তৃক মনোনীত সমিতির অন্য একজন সদস্য;